M.M
916
Q-3)
PDF

SEM-4(H) CC-10

ধারনা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাবাদ বা প্রত্যয়অভি[জ্ঞতাবাদ] আলোচনা কর।"
(Explain Concept Empiricism):-

ধারনাসম্পর্কিত অভিজ্ঞতাবাদ ধারনার সম্পর্কিত বুদ্ধিবাদের বিপরীত মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই জাগতিক বিষয় সম্পর্কে ধারনা লাভের একমাত্র উৎস। আধুনিক যুগে ধারনা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হলেন লক, বার্কলে এবং হিউম, আমরা এঁদের মধ্যে মুখ্য নিয়েই আজ ধারনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদ আলোচনা করব। লক প্রথমে ধারনা সম্পর্কিত সহজাত ধারনাগুলিকে খণ্ডন করেন এবং তারপর ধারনাসম্পর্কিত অভিজ্ঞতাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে অভিজ্ঞতাপূর্ব (a-priori) ধারনা বলে কিছু নেই, সকল ধারনাই অভিজ্ঞতার ফল (a posteriori) জন্মলগ্নে আমরা কোন সহজাত ধারনা নিয়ে জন্মাই না, তথাকথিত সহজাত ধারনা, প্রকৃত অর্থে, অভিজ্ঞতা লব্ধ ধারনা যেমন কি তাদাত্ম্য নিয়ম, বিরোধবাধক নিয়ম, প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ সর্বজনীন সত্যের ধারনাও আমরা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের মাধ্যমে লাভ করি। লক নিম্নোক্ত যুক্তির সাহায্যে সহজাত ধারনার অস্তিত্ব খণ্ডন করে তাঁর ধারনা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

সহজাত ধারনা খণ্ডন: বুদ্ধিবাদীদের মতে সহজাত ধারনা হল সার্বিক (Universal) তাহলে এই ধারনাগুলি সকল মানুষের মনে সমভাবে উপস্থিত থাকবে কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অসীমতা, নিত্যতা, ঈশ্বর প্রভৃতির ধারনা যাকে বুদ্ধিবাদীরা সহজাত বলেছেন

Teacher's Signature..............

যে শিশু, নির্বোধ, অশিক্ষিত, জড়বুদ্ধি (idiot) এবং বর্বর মানুষের মনে সমান ভাবে উপস্থিত থাকে না কারণ তারা এসম্পর্কে সচেতন নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে সব ধারণা সহজাত নয়।

২) "ঈশ্বরের ধারণা" যাকে বুদ্ধিবাদীরা সহজাত বলেছেন তা যদি সহজাত হত তাহলে সকল মানুষ এসম্পর্কে সমান ধারণা পোষণ করত। কিন্তু বস্তুতপক্ষে আমরা তা দেখতে পাই না। কেউ সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী কেউবা নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আবার কেউ কেউ ~~সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে~~ যে মনে করেন ঈশ্বর সগুণ এবং কেউ কেউ মনে করেন ঈশ্বর নির্গুণ। তাহলে দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর সম্পর্কে সকল মানুষ একই মত পোষণ করেন না। তাই "ঈশ্বরের" ধারণাও সহজাত ধারণা নয়।

৩) কোন ধারণা সকলের মনে সমানভাবে থাকলেই সেই ধারণাকে সহজাত বলা যায় না। যেমন আগুন সম্পর্কে সকল মানুষের ধারণা একই রূপ হলেও এই ধারণাটি সহজাত নয়, ধারণাটি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা লব্ধ। অভিজ্ঞতার প্রসারের ফলেই আগুনের ধারণাটি সর্বমনে স্থান পেয়েছে। একইভাবে তথাকথিত সহজাত ধারণাগুলিও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে সকল মানুষের মনে বিস্তার লাভ করেছে।

সহজাত ধারণা যদি আমাদের মনের মধ্যে নিহিত থাকত তাহলে শৈশব কাল থেকেই সকলে এ সম্পর্কে সচেতন হতো।

Teacher's Signature..................

কিন্তু শৈশবকালে কোন শিশু কোনো নিয়ম, নিত্যবর্তিতা নিয়ম, অসীমতা, নিত্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন কিছু সজাগ থাকে না। তাহলে বলতে হয় একটা ধারনা মনে আছে, কিন্তু মন তাকে জানে না, কিন্তু এ কথা স্ববিরোধী। তাই সহজাত ধারনা বলে বাস্তবে কিছু নেই - এ কথা বলাই সঙ্গত। এই ভাবে লক সহজাত ধারনা খন্ডন করেছেন।

ক) লকের ধারনা সংক্রান্ত অভিমত :(Lockes view about ideas): লকের মতে জন্মকালে আমাদের মনে কোন ধারনাই থাকে না। জন্মের সময় মানুষের মন থাকে একটি শূন্য ফলকের মতো (tabula rasa), একটি অলিখিত সাদা কোরা কাগজের মতো, যাতে কোন ধারনার চিহ্নমাত্র থাকে না। সহজাত ধারনাগুলি আসলে অভিজ্ঞতারই ফল। অভিজ্ঞতাই ধারনার একমাত্র উৎস। এই অভিজ্ঞতা আসে দুটি পথ বেয়ে ১) বাহ্যপ্রত্যক্ষ ২) অন্তঃপ্রত্যক্ষ বা অন্তর্দর্শন এর মাধ্যমে। বাহ্য প্রত্যক্ষে আসে সংবেদন (sensation), অন্তর্দর্শনে আসে অনুবেদন (reflection) সংবেদনের মাধ্যমে আমরা যে সব ধারনা পাই তা বাহ্যজগতের যথা - গন্ধ, বর্ণ শব্দ, কাঠিন্য, উত্তাপ ইত্যাদি। আর অনুবেদনে নিজেদের মানসিক অবস্থাগুলির ধারনা পাই। যথা - সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্খা ইত্যাদি। আমাদের মনে এমন কোন ধারনা নেই যা সংবেদন অথবা অনুবেদনের মাধ্যমে লব্ধ নয়। মানুষের মন যেন একটি অন্ধকার কক্ষ, যে অন্ধকার কক্ষে মাত্র

দুটি বাতায়ন উন্মুক্ত - একটি বাহ্য প্রত্যক্ষের এবং অপরটি অন্তঃপ্রত্যক্ষের যে দুটি পথ ধরে মনের মধ্যে সকল ধারণা উপস্থিত হয়। এই প্রসঙ্গে লকের সুবিখ্যাত উক্তি হল, 'বুদ্ধিতে এমন কিছু নেই যা পূর্বে অভিজ্ঞতায় ছিল না' (There is nothing in the intellect which was not previously in the Sense.)।

সরল ধারণা (Simple idea): লকের মতে ধারণার গ্রহণের ব্যাপারে মন নিষ্ক্রিয় থাকে। বাহ্যজগতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে মনে যে সব ধারণার উৎপত্তি হয়, লক তাদের মৌলিক ধারণা বা সরল ধারণা (simple idea) বলেন। যেমন - বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, শব্দ ইত্যাদির ধারণা, এসব ধারণা গ্রহণ করা ছাড়া মনের অন্য কোন উপায় থাকে না। এসব ধারণাকে মন ইচ্ছামত সৃষ্টি করতে পারে না, আবার ধ্বংসও করতে পারে না। ধারণা যে ভাবে আসে, নিষ্ক্রিয়ভাবে মন তাদের সেইভাবে গ্রহণ করে বা ধারণ করে। যেমন- বাইরে শব্দ হলে সেই শব্দের সঙ্গে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক ঘটলে শব্দের সংবেদন না হয়ে পারে না; মন সেই শব্দ সংবেদনকে গ্রহণ বা ধারণ করতে বাধ্য হয়।

জটিল ধারণা - মনের মধ্যে মিলন (Complex idea): মনের মধ্যে বিভিন্ন সরল ধারণার সমাবেশ ঘটলে আমাদের মনের সক্রিয়তা দেখা দেয়, এই পর্যায়ে মন সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সরল ধারণাকে সুবিন্যস্ত করে, যুক্ত করে, পরিবর্তিত করে, পরিবর্ধিত করে কতকগুলি জটিল ধারণা (complex idea) গঠন করে। যেমন স্বর্ণ পর্বত ইত্যাদি অবয়বীয় বস্তু

Teacher's Signature..................

সংক্রান্ত ধারণা হল জটিল ধারণা, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বৃক্ষ সম্পর্কে আমরা যে-সব রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ইত্যাদির ধারণা পাই, তাদের বিশেষভাবে মিলিত করে, যুক্ত করে বৃক্ষের জটিল ধারণাটির সৃষ্টি হয়। এরকম সমস্ত ভৌতপদার্থের ধারণাই হল জটিল ধারণা। যেমন- সোনার পাহাড়, দুধের সাগর- মৎস্যকন্যা, সোনার পাথরবাটি ইত্যাদি। এই জাতীয় ধারণা জটিল ধারণার, কেননা এসব ধারণাও মন সক্রিয়ভাবে গঠন করে। সোনার বিভিন্ন গুণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। আবার পাহাড় সম্পর্কেও ধারণার আছে, এবার সোনা সংক্রান্ত ও পাহাড় সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণার সমন্বয়ে 'সোনার পাহাড়ের' ধারণাটি গঠন করা হয়, এরকম অসীম করুণাময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণাটি ও জটিল ধারণার। জ্ঞান, করুণা, প্রেম, শৌর্য-বীর্য প্রভৃতি গুণগুলি সীমিতরূপে মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে তাদের যথাসম্ভব পরিবর্তনের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের ধারণাটি গঠন করে থাকি।

তবে লকের মতে আমরা জটিল ধারণা গঠন করতে সমর্থ হলেও যে সব সরল ধারণার দ্বারা তারা গঠিত হয় সেই সব সরল ধারণাকে আমরা কোনভাবেই সৃষ্টি করতে পারিনা। কিন্তু সরল ধারণা যুক্ত করে আমরা জটিল ধারণা সৃষ্টি করতে পারি। যেমন-সোনার পাহাড়ের ধারণাটি সোনা+পাহাড়ের ধারণাকে যুক্ত করে গঠিত হয়েছে, আবার বৃক্ষের-ধারণাটিও একটি জটিল ধারণা। বৃক্ষের অভিজ্ঞতা হয় কিন্তু সোনার পাহাড়ের

ধারণার অভিজ্ঞতা হয় না, তাই লকের মতে জটিল ধারণার বিষয় অভিজ্ঞতার বিষয় হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু লকের এই ধারণাসংক্রান্ত অভিমতের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে যে, লক এমন অনেক বিষয়ের ধারণাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন যাদের অভিজ্ঞতা হয় না। এই আপত্তির বিরুদ্ধে লকের অভিমত হল - জটিল ধারণার বিষয় অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য না হলেও যে-সব উপাদানে জটিল ধারণাটির সৃষ্টি হয়েছে তাদের অর্থাৎ সরল ধারণার বিষয়গুলি অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য। সকল ধারণার মূল হল সরল ধারণা, সরল ধারণা হল ধারণার জগতের তথা জ্ঞানের জগতের পরমাণু (atom) স্বরূপ। আর যেহেতু সরল ধারণা অভিজ্ঞতাপ্রসূত সেহেতু অভিজ্ঞতাই সকল ধারণার উৎস।

খ) বার্কলের ধারণা সংক্রান্ত অভিমত (Berkeley's view about ideas): লকের পরবর্তী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হলেন বিশপ বার্কলে (Berkeley) তাঁর মতে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই সকল ধারণার উৎস এবং ধারণাই সব। ধারণা অতিরিক্ত জড়ের কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এ প্রসঙ্গে বার্কলের যুক্তি হল:

আমি যখন আমার সামনে একটি বৃক্ষ দেখি তখন প্রকৃতপক্ষে আমি যা প্রত্যক্ষ করি তা হল বৃক্ষ-চেতনা। উপস্থিত বস্তুটির রূপ, রস, গন্ধ, আকার, আয়তন ইত্যাদির চেতনা। অর্থাৎ ধারণা। এসব ধারণা-অতিরিক্ত জড় বৃক্ষটি আমার প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। তাঁর মতে Esse - est percipi) অর্থাৎ অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর।

P.T.O

যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার সবই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল, আমাদের অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় নয়, এমন কোন বস্তুর অস্তিত্ব, অভিজ্ঞতা স্বীকার করা যায় না। ধারণাই কেবল আমাদের অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় হয়। অতএব এ জগতে কেবল ধারণাই আছে এবং ধারণার ধারকরূপে মন আছে, আর কিছুই নেই। অর্থাৎ আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি না তখন ঈশ্বরই তা প্রত্যক্ষ করেন। অর্থাৎ বার্কলের মতে নদ-নদী, পাহাড় পর্বত ইত্যাদি ধারণাগুলো যদিও সেসব কোন ব্যক্তিমনের ধারণা নয়, সেসব হল বিশ্বমনের বা ঈশ্বরের মনের ধারণা।

গ) ধারণা সংক্রান্ত হিউমের অভিমত (Hume's View about Ideas):- বার্কলের পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতাবাদী হিউম অভিজ্ঞতাবাদকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যান। তাঁর মতে আমাদের সমস্ত ধারণা জ্ঞানের উৎস হল উদ্ভব হয় সংবেদন বা মুদ্রণ (impression) এবং ধারণা (idea) থেকে। 'মুদ্রণ' বা 'সংবেদন' বলতে হিউম বহিঃসংবেদন ও অন্তঃসংবেদন উভয়কেই বুঝিয়েছেন। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর বস্তুর সংযোগ ঘটলে সেই বস্তুর একটা ছাপ আমাদের মনের উপর পড়ে। হিউম একে বলেছেন 'মুদ্রণ' বা 'সংবেদন'।

মুদ্রণ থেকেই ধারণার উৎপত্তি হয়। ধারণা

হল মুদ্রণের অস্পষ্ট ও ক্ষীণ মানস প্রতিরূপ (All our ideas are copies of our impression)। মুদ্রণ হল কারণ আর ধারণা হল কার্য। মুদ্রণ না হলে ধারণা হতে পারে না। লক যেমন মনে করেন - সরল ধারণা সকল প্রকার ধারণার তথা জ্ঞানের উপাদান, হিউম ও তেমনি মনে করেন - মুদ্রণ হল সকল প্রকার ধারণা তথা জ্ঞানের উপাদান। মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু মাত্রাগত বা পরিমাণগত। মুদ্রণ বা সংবেদন হল ধারণা থেকে বেশী সজীব, স্পষ্ট ও উজ্জ্বল, হিউম তাঁর An Enquiry Concerning Human Understanding গ্রন্থে বলেছেন - যে সব প্রত্যয় যথেষ্ট জোরের সঙ্গে মনের মধ্যে প্রবেশ করে সেগুলি মুদ্রণ; মনের মধ্যে সর্বপ্রথম আবির্ভূত সকল সংবেদন, অনুভূতি ও আবেগ মুদ্রণের অন্তর্গত। ধারণা হল এসবের অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। যেমন - আমি যখন গোলাপ ফুল দেখি তখন তা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমার মনে সেই সময়ে যে ছাপ রাখে তা হল মুদ্রণ। আর গতকালের দেখা গোলাপ ফুলকে যখন আজ এখন চিন্তা করি তখন তা হল বিগত মুদ্রণের অস্পষ্ট প্রতিরূপ বা ধারণা।

কাজেই হিউমের মতে মুদ্রণ না হলে ধারণা হতে পারে না। যেমন জন্মান্ধ ব্যক্তির বর্ণের সংবেদন

Teacher's Signature..................

P.T.O

যা মুদ্রণ না থাকায়, বর্ণের ধারণা হতে পারে না, একই কারণে জন্ম-বধিরের শব্দের ধারণা হতে পারে না। ধারণাকে অর্থপূর্ণ হতে গেলে তাকে মুদ্রণ ভিত্তিক হতে হবে। যদি আমরা এমন কোন ধারণা পোষণ করি যার পিছনে কোন মুদ্রণ নেই, তাহলে তাকে অর্থহীন অলীক ধারণা-রূপে পরিত্যাগ করতে হবে। এ কারণে হিউম, দ্রব্য, 'কার্য-কারণ' ইত্যাদির ধারণাকে অর্থহীন অধিবিদ্যক ধারণা বলেছেন; যেহেতু এসব ধারণার পিছনে আমাদের কোন মুদ্রণ নেই।

মূল্যায়ন: ধারণা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদীদের এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। একথা সত্য যে, বিশুদ্ধ বুদ্ধি ধারণা সৃষ্টির সম্ভাবনা বহন করলেও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ব্যতিরেকে তা একটি কোন ধারণাও দিতে পারে না। তেমনি আবার এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, আমাদের ধীশক্তিকে, মনন-ক্রিয়াকে স্বীকার না করলে নিছক অভিজ্ঞতা থেকে কোন ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। বুদ্ধি বিচার বিশ্লেষণ শক্তিই ধারণার অর্থ প্রদান করে। তাই কান্ট যথার্থই বলেছেন বুদ্ধির প্রত্যয় ব্যতীত প্রত্যক্ষলব্ধ ধারণা অর্থহীন (percept without concept is blind)

(২) লক ধারণা গ্রহণের ব্যাপারে মনকে নিষ্ক্রিয় বলেছেন, তাঁর মতে সরল ধারণা গ্রহণের সময় আমাদের মন একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকে। লকের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। ধারণা গ্রহণের ব্যাপারে মনের সক্রিয় ভূমিকা স্বীকার না করলে ধারণার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। মন কোন ধারণাকেই নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে না। যেমন লালের ধারণাকে সবুজের ধারণা থেকে পৃথক করার জন্য মনের সক্রিয় ভূমিকা স্বীকার করতেই হয়। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষলব্ধ বিভিন্ন অনুভূতিকে অর্থদানের জন্য মন তাদের সমন্বয়সাধিত করে, পরিবর্তিত করে, বিশ্লেষণ করে, পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং অবশেষে তাদের ভাষায় প্রকাশ করে। এ সব ক্রিয়া শুধু কি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দ্বারা সম্ভব নয়। এইজন্য লাইবনিজ লকের উক্তি "বুদ্ধিতে এমন কিছুরই অস্তিত্ব নেই যা পূর্বে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল না।"- কথাটি স্বীকার করে নিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন কেবলমাত্র বুদ্ধি ছাড়া।

৩) হিউমের অভিমত ও দোষত্রুটি। ধারণা বলতে হিউম প্রকৃতপক্ষে মনশ্চিত্রকে (image) কে বুঝিয়েছেন। এ কথা ঠিক যে, সংবেদন বা মুদ্রণ না হলে মনশ্চিত্র হয় না; কিন্তু মুদ্রণ না থাকলেও ধারণা হতে পারে, যেমন অন্ধব্যক্তি বর্ণের মনশ্চিত্র গঠন করতে সমর্থ না হলেও ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে আলোকতরঙ্গ পরিমাপ করে বর্ণ সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করতে পারে।

এছাড়াও আমাদের মনে এমন কিছু ধারনা আছে যাদের মূর্ত ভিত্তিক বলা যায় না। যেমন- বিশুদ্ধতা অসীমতা, সমতা, বিশ্বস্ততা, গণতন্ত্র, সৌহার্দ্য স্বাধীনতা, প্রভৃতি ধারনার কোন মূর্ত হয় না। এসব ধারনার উৎস রূপে বুদ্ধিকে স্বীকার করতে হয়।

তেমনি আবার গাণিতিক সংখ্যার ধারনার ক্ষেত্রেও কোন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করা যায় না এবং এদের কোন মূর্ত গঠন করা যায় না যেমন- ৫টি বস্তু দেখে ৫ সংখ্যার ধারনা গঠন করা যায় কিন্তু ধারনাটি যদি বড় সংখ্যা হয় যেমন- ৭ ৮ ৯ ১০ ২০ ৫০ ১০০০০ এমন হয় তাহলে ধারনাটি মূর্ত ভিত্তিক এমন বলা যায় না। কারন এত সংখ্যক বস্তু আমরা কখনও একসাথে দেখিনি। তাই এইসব ক্ষেত্রে ধারনা গঠনের ব্যাপারে বুদ্ধির ভূমিকা স্বীকার করতেই হয়।

তাই বলা যায় কেবল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ধারনাকে সুসংহত করে অর্থদান করতে পারে না। ধারনা গঠনের ব্যাপারে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা উভয়ের সমান অবদান আছে।

- ০ -